গাংনীতে পাঙ্গাস মাছ চাষ প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যান সমিতির অধীনে সংগঠিত সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য খাতের আওতায় উত্তম ব্যবস্থাপনায় অফ-ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস মাছ চাষ প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ করেছে সংস্থাটি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান, পিএসকেএসের উপ-পরিচালক মোঃ কামরুল আলম, পিএসকেএসের মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ ইকরামুল হাসান ও সহকরী মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ খালেদ কবির সহ সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সদস্যবৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠান হতে মৎস্য চাষীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

গাংনীতে উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ ও উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট কৃষি খাতের আওতায় উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ধান বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

উচ্চ ফলনশীল ধান ১০২ও ১০৮ এর বীজ ও উপকরণ ৮জন সদস্যের মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। উপকরণের মধ্যে ছিল বীজ, জৈব ও রাসায়নিক সার, ফেরমন লিওর ইত্যাদি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপ-পরিচালক মোহা: কামরুল আলম পিএসকেএসের সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সকল কর্মকর্তাগণ সকল কর্মকর্তা বৃন্দ।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত থেকে এই প্রযোগিতার উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য সচিব রেজাউল হক, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রধান উপদেষ্টা মফিজুল ইসলাম, কলেজের শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হেলাল উদ্দিন সহ কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া কলেজে অন্যের জমি দখল করে গেইট ও প্রাচীর নির্মাণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া কলেজের কোটি টাকা লুটপাটের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাখে নানা অনিয়মের খবরও উঠে আসছে। গতকাল মেহেরপুর প্রতিদিনে “শিক্ষক নিয়োগের কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় পর এলাকায় সাধারণ মানুষের মাঝে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। চায়ের দোকান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মেহেরপুর প্রতিদিন পড়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন উৎসুক জনতা। অতিরিক্ত পত্রিকা এলাকায় বিক্রির খবর জানিয়েছেন আমাদের স্থানীয় এজেন্ট।

সরেজমিন ও বিভিন্ন অভিযোগের মাধ্যমে জানা গেছে, ২০২১ সালে কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফার মৃত্যুর পর থেকে অনিয়ম আর

গেলে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক ও কলেজ গভর্নিং কমিটির সভাপতি শহিদুল ইসলাম তাদের কাজে বাঁধা দেন এবং তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেন। পরে তারা কলেজের পক্ষ থেকে জমির মাঝ দিয়ে প্রাচির নির্মাণ করেন। এনিয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে রাজিব একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য জেলা লিগ্যাল এ্ইড কর্মকর্তার দেওয়া প্রতিবেদনে জমিটি রাজিবদের বলে উল্লেখ করা হয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন কাগজপত্র দাখিল করতে পারেননি বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

এ বিষয়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলাম বলেন, আগের অধ্যক্ষ সাবেক সভাপতিকে নিয়ে অন্যদের জমি দখল করে কলেজের গেইট ও প্রাচির নির্মাণ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে নতুন গভর্নিং বডির সভাপতিকে জানানো হয়েছে। এবারের মিটিংয়ে বিষয়টি উত্থাপন করা হবে।

অন্যের জমিতে গেইট ও প্রাচির নির্মাণ প্রসঙ্গে বর্তমান গভর্ণিং বডির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, দুইজনের জমিতে এসকল পার্কা নির্মাণ করা হয়েছে বলে জেনেছি। আগের কমিটির উচিত ছিলো তাদের সাথে মিমাংসা করার পর পাকা নির্মাণ করার। তবে আমরা চেষ্টা করছি তাদের জমিগুলো নিয়ে মালিক পক্ষের সাথে একটা মিমাংসার প্রক্রিয়া চালানোর।

অন্যের জমিতে গেইট ও প্রাচির নির্মাণের বিষয়ে সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক বলেন, কলেজের পাশে দুই জনের জমি আছে, তবে যেখানে গেইট ও প্রাচির করা হয়েছে ওটা তাদের জমি না। তিনি আরও বলেন, সাবেক এমপির নির্দেশে গেইট করা হয়েছে এবং সভাপতি শহিদুল ইসলাম এলাকার লোকজনকে নিয়ে প্রাচির করিয়েছেন।

এ ব্যাপারে সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম গেইট ও প্রাচির নির্মাণের বিষয়ে বলেন, কলেজের যায়গা না হলে কলেজ ছেড়ে দেবে বলে ফোন কেটে দেন।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুরে নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক মুল্যে সার বিক্রী করা এবং পণ্যের মোড়কে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে মেহেরপুর শহরের তিন ব্যবসায়ীর ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) বিকালে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ এই অভিযান চালান।

সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক মুল্যে সার বিক্রয়, সার কেনা- বেচার ভাউচার প্রদান ও সংরক্ষণ না করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রাখাসহ বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় যায়। যা কৃষকের সাথে জুলুম আইনের পরিপন্থি কাজ। এসমস্ত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিকের নিকট থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে কেয়া স্টোর এবং নিউ কেয়া স্টোরে অভিযান চালিয়ে মোড়কে মূল্য তালিকা না থাকার অভিযোগে নিউ কেয়া ষ্টোরের এর মালিক হাফিজুর রহমানের কাছ থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ধারে ৮ হাজার টাকা এবং কেয়া স্টোরের মালিক আজিজুল হকের নিকট থেকে একই ধারায় ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে অন্যদের মধ্যে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামী লীগ নেতা বাবুল বিশ্বাস

কারাগারে, তাঁর স্ত্রী হীরা গ্রেফতার

পতিত সরকারের সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বড়বোন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শামীম আরা হিরা (৫০) ও তার স্বামী মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস (৫৫) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার উপর হামলার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ঢাকার বসুন্ধরা এলাকায় তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল বিকালে বাবুল বিশ্বাসেকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, মন্ত্রীর বড়বোন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য শামীম আরা হীরা ও মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও সাবেক মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান তকলিমা খাতুনের নামের সন্ত্রাস বিরোধী আইনে নতুন মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারী সাংবাদিকদের এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মামলার তদন্ত অফিসার মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহুরুল ইসলামের নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি টিম রাজধানীর ভাটারা থানা পুলিশের সহযোগীতায় বসুন্ধরা এলাকায় তার নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের এই দুই প্রভাবশালী নেতা স্বামী স্ত্রীকে গ্রেফতার করেন।

আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ধারা ৬(২)/৭/১০/১১/১২/১৩ এর সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর (সংশোধনী-২০১৩) ধারায় দায়ের করা মামলা যার নং ২০, জিআর মামলা নং ২৭৭ তারিখ ২৮/০৮/২৪ নং মামলায় এজাহার নামীয় আসামী। এছাড়া সদর থানায় তাঁর নামে অন্যান্য েিঅভযোগে আরও ৩টি মামলা রয়েছে।

সদর থানার ওসি আমানুল্লাহ আল বারী জানান, চলতি বছরের ৫ আগষ্ট বেলা ১১ টার দিকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতা মেহেরপুর শহরের বড়বাজার, হাসপাতাল এলাকা ও সরকারি কলেজ মোড় এলাকায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। এসময় আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার উপর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ব্যাপকভাবে শসস্ত্র হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজন ছাত্র ও অভিভাবকে আহত করে। এঘটনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯, (সংশোধনী-২০১৩) একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর থেকেই আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী শামীম আরা হীরা ও ছেলে তুর্য আত্মগোপনে চলে যান।

এছাড়া সাবেক জনপ্রশসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী ও যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, বড় বোন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য শামীম আরা হীরা ও যুব মহিলা লীগের মুজিবনগর উপজেলা শাখার সভাপতি তকলিমা খাতুনকে এজাহার নামীয় ও ২০/২৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় “সন্ত্রাস মেহেরপুর সদর থানায় ধারা ১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩০৭/৩৪/৫০৬/১১৪ এর সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর (সংশোধনী-২০১৩) ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং ৫, তারিখ ০৩/১২/২৪ ইং। নতুন দায়ের করা মামলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বড় বোন শামীম আরা হীরাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার বিকালের দিকে মেহেরপুরের পলি খাতুন নামের এক বিএনপি নেত্রী এই মামলাটি দায়ের করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি আমানুল্লাহ আল বারী জানান, বিগত ৫ আগষ্ট সকালের দিকে মেহেরপুর শহরে ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলাকালিন সময়ে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী ও যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, বড় বোন জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য শামীম আরা হীরার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র হামলা চালায়। এতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের অনেক নেতাকর্মী আহত হন। এসময় বাদী বিএনপি নেত্রী পলি খাতুনকে হত্যার উদ্যোশ্যে মারধর করে। সেই ঘটনায় বাদী বিএনপি নেত্রী পলি খাতুন বাদী হয়ে এই মামলাটি দায়ের করেন। মামলার অপর আসামিদের গ্রেফতার করতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।
আগামীকাল বুধবার (৪ ডিসেম্বর) সকালে শামীম আরা হীরাকে আদালতে

নেওয়া হবে জানান ওসি আমানুল্লাহ আল বারী।

উল্লেখ্য, “৫ অগাস্ট সরকার পতনের পর সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর থানায় তিনটি এবং ঢাকার আদাবর থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে। মামলার পর থেকেই জনপ্রশাসন মন্ত্রীর পরিবারের সকলেই আত্মগোপনে চলে যান।

১৪ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে রাজধানীর হাতিরঝিল থানার নিউ ইস্কাটন এলাকার ৩৯৮ নম্বর বাড়ির একটি ফ্ল্যাট থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।

গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ছাত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় নিহত হন পোশাককর্মী রুবেল।

ওই ঘটনায় গত ২২ আগস্ট রুবেলের বাবা রফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৪৮ জনের বিরুদ্ধে আদাবর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। দায়ের করা সেই মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।

ফরহাদ হোসেন সাবেক সরকারের আমলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে তিনি একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মেহেরপুর-১ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তার বড় বোনের জামায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ও তার পরিবারের লোকজন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ফরহাদ হোসেনের পরিবারের ১২ জন সদস্য আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন কমিটিতে স্থান পাই। মন্ত্রী পতিœ সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম ও বোন জামাই আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ^◌াস হয়ে ওঠেন মেহেরপুরের মূর্তিমান আতংক। সঘোষিত আইন দিয়ে শাসন করেন মেহেরপুর জেলার সকল স্তরের মানুষকে। দূর্দান্ত প্রতাপশালী আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ^◌াস মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের দফতরে সারাদিনই অবস্থান করতেন। জেলার এই দুটি দফতরে বসেই নিয়ন্ত্রণ করতেন পুরো জেলা। ঠিকাদারী ব্যবসা থেকে শুরু করে সকল দফতরের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণসহ সবখানেই চালাতেন অধিপত্য। সরকারি দফতরের কর্মকর্তাসহ স্থানীয় মানুষজনকে কথায় কথায় অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতেন। বিভিন্ন মিটিং মিছিলে প্রকাশ্যে তার অস্ত্র, টাকা ও বাহিনীর ভয়

দেখাতেন। তার ছেলে তুর্য শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে ঘুরতে দেখা যেতো।

এদিকে আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ও তার স্ত্রীকে গ্রেফতারের খবরে শহরে বইছে আনন্দের বন্যা। সোস্যাল মিডিয়াতে চলছে কড়া সমালোচনা। প্রকাশ্যে টাকা ও অস্ত্রের খোঁজ খবর নেওয়া ও তাঁর ছেলে তুর্যকে গ্রেফতারের জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবী জানিয়েছেন। এছাড়া গোয়েন্দা বিভাগ ও দুদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার কারীরা।

গাংনীতে মৎস্য সেবা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যান সমিতির অধীনে সংগঠিত সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য খাতের আওতায় মৎস্য সেবা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের মৎস্য সেবা ও পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান, পিএসকেএসের উপ-পরিচালক মোঃ কামরুল আলম, পিএসকেএসের মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ ইকরামুল হাসান ও সহকরী মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ খালেদ কবির সহ সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সদস্যবৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠান হতে মৎস্য চাষীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। মাছ চাষ এবং শীতকালে মাছ সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রতিকার সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

মেহেরপুরে কৃষক দলের মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান

কৃষি এবং কৃষকের স্বার্থে মেহেরপুর সদরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রর প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রাখার দাবীতে মিছিল ও জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে মেহেরপুর জেলা কৃষকদল।

আজ মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে এগারো টার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এসে মানববন্ধন করেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

বক্তব্যে তারা বলেন কৃষকদের ন্যায্য মূল্যে সার বিতরণ করতে হবে। কৃষকদের মাঝে বীজ বিতরণে যে অনিয়ম হয়েছে তা জেলা প্রশাসককে খতিয়ে দেখার জন্য আহ্বান জানান। তাছাড়াও মেহেরপুর সদরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কার্যক্রম চলমান রাখার ঘোর দাবি জানাচ্ছি। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে কৃষি উপদেষ্টার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক আজিজুল হক, গাংনী পৌর কৃষকদলের আহবায়ক আমিনুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব মিরাজ উদ্দিন প্রমুখ।